নীতিন বন্দোপন্ত সালাগ্রে বনাম

রাজ্য নির্বাচন কমিশন এবং আরেকজন

(২০১৯ সালের ৫৮৫৫ নং দেওয়ানি আপিল)

০৫ই আগস্ট, ২০১৯

[অশোক ভূষণ ও নবীন সিনহা, বিচারপতিদ্বয়]

মুম্বাই পৌর কর্পোরেশন আইন, ১৮৮৮--ধারা ৯, ৩৩ এবং ৩৪--অস্থায়ী শূন্যপদ পূরণ--বম্বে পৌর কর্পোরেশনের জন্য কাউন্সিলর নির্বাচনের জন্য সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল এবং নাগরিকদের অনগ্রসর শ্রেণীর জন্য সংরক্ষিত আসনের জন্য একজন প্রার্থীকে সফল ঘোষণা করা হয়েছিল--উক্ত সফল প্রার্থীর বিরুদ্ধে এই ভিত্তিতে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছিল যে তিনি ভুলভাবে অনগ্রসর শ্রেণীর নাগরিক বলে দাবি করেছেন--জেলা জাতি শংসাপত্র যাচাই কমিটি উক্ত প্রার্থীর বর্ণ শংসাপত্রকে অবৈধ ঘোষণা করেছে--ফলস্বরূপ, উক্ত প্রার্থী কর্পোরেশন দ্বারা অযোগ্য ঘোষণা করা হয়েছিল--অযোগ্যতার কারণে, ওয়ার্ডটিতে একটি নৈমিত্তিক শূন্যপদ দেখা দিয়েছিল--রাজ্য নির্বাচন কমিশন ০৯.০৫.২০১৯ তারিখে একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করে আইনের ধারা ৯ এর অধীনে আকস্মিক শূন্যপদ পূরণের জন্য ওয়ার্ডের জন্য উপ-নির্বাচনের বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে--আপিলকারীদের দ্বারা হাইকোর্টের কাছে ০৯.০৫.২০১৯ তারিখের বিজ্ঞপ্তি বাতিল করার নির্দেশের জন্য রিট পিটিশন দায়ের করা হয়েছিল--আপীলকারী দাবি করেছিলেন যে যেহেতু তিনি উক্ত ওয়ার্ড থেকে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ভোট পেয়েছিলেন, তাই আইনের ৩৩ ধারা অনুসারে তিনি নির্বাচিত ঘোষণার অধিকারী ছিলেন--এর আগে, আপিলকারী আপিলকারীকে নির্বাচিত প্রার্থী হিসাবে ঘোষণা করার জন্য নির্বাচন আবেদনের দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য হাইকোর্টে আরেকটি রিট পিটিশন দায়ের করেছিলেন--সেই রিট পিটিশনে, হাইকোর্ট কোর্ট অফ স্মল কজসকে নির্দেশ দিয়েছিল যে নির্বাচন আবেদনের দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে হবে--০৯.০৫.২০১৯ তারিখের বিজ্ঞপ্তি বাতিলের নির্দেশের জন্য রিট আবেদনগুলি হাইকোর্ট কর্তৃক খারিজ করা হয়েছে--সুপ্রিম কোর্টে আপিলে, আপীলকারীরা যুক্তি দিয়েছিলেন যে যেহেতু নির্বাচনী আবেদন বিবেচনাধীন ছিল, তাই কাউন্সিলর নির্বাচনের জন্য উপনির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য বিজ্ঞপ্তি জারি করার কোনও এখতিয়ার রাজ্য নির্বাচন কমিশনের ছিল না--স্থির হয়েছেঃ কেবলমাত্র অস্থায়ী শূন্যপদ পূরণের নির্বাচনী আবেদনটির স্থায়ীত্ব স্থগিত বা স্থগিত করা যায় না--ধারা ৯ এর অধীনে একটি অস্থায়ী শূন্যপদ পূরণের আগে রাজ্য নির্বাচন কমিশনকে ধারা ৩৪ এর অধীনে সংবিধিবদ্ধ ব্যবস্থাপত্রের বিজ্ঞাপন দিতে হবে এবং যথাযথ মন প্রয়োগের মাধ্যমে সচেতন সিদ্ধান্ত নিতে হবে এবং তারপরে উদ্‌ভূত শূন্যপদ পূরণের জন্য এগিয়ে যেতে হবে--

বিজ্ঞাপন ছাড়াই বিভিন্ন পরিস্থিতি হতে পারে যার জন্য রাজ্য নির্বাচন কমিশন নৈমিত্তিক শূন্যপদ পূরণের সিদ্ধান্ত নিতে পারে না--তাত্ক্ষণিক ক্ষেত্রে, যখন একটি নির্বাচনী আবেদন ইতিমধ্যে তার বর্ণ শংসাপত্র বাতিল করার আগে ফিরে আসা প্রার্থীর নির্বাচনকে বিরোধিতা করে দায়ের করা হয়েছিল, যেখানে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ভোট অর্জনকারী প্রার্থীকে নির্বাচিত হিসাবে ঘোষণা করার জন্য নির্বাচনী আবেদনও করা হয়েছিল, তখন রাজ্য নির্বাচন কমিশন বিষয়টির উক্ত দিকটি বিবেচনা না করে নতুন করে নির্বাচনের জন্য ডাকতে পারে না--অধিকন্তু, কমিশন ০৯.০৫.২০১৯ তারিখে পৌর কর্পোরেশনের শূন্যপদ পূরণের জন্য উপ-নির্বাচনের জন্য ভোটার তালিকা প্রস্তুত করার বিষয়ে বিজ্ঞপ্তি জারি করেছিল কিন্তু প্রশ্নবিদ্ধ ওয়ার্ডগুলির উপ-নির্বাচনের তারিখ নির্ধারণের জন্য কোনও বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়নি--অতএব, রাজ্য নির্বাচন কমিশন ওয়ার্ডের উপনির্বাচনের তারিখ নির্ধারণের জন্য কোনও বিজ্ঞপ্তি জারি করার আগে নতুন সিদ্ধান্ত নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে--হাইকোর্টের বিতর্কিত রায় বাতিল।

আপিলের অনুমতি দিয়ে, আদালত

স্থির করেছেঃ ১) মুম্বাই পৌর কর্পোরেশন আইন, ১৮৮৮-এর ধারা ৩৩ (২) বিধিবদ্ধ প্রকল্পকে অন্তর্ভুক্ত করেছে যে, যদি ক্ষুদ্র মামলা আদালতের প্রধান বিচারক মনে করেন যে যার নির্বাচনের আপত্তি রয়েছে তিনি কাউন্সিলর হওয়ার জন্য অযোগ্য, অথবা যদি তিনি দেখেন যে নির্বাচনটি বৈধ নির্বাচন নয়, তবে তিনি তা বাতিল করে দেবেন। উভয় ক্ষেত্রেই, তিনি নির্দেশ দেবেন যে, যার পক্ষে পরবর্তী সর্বোচ্চ সংখ্যক বৈধ ভোট নথিভুক্ত করা হয়েছে সেই প্রার্থীকে নির্বাচিত বলে গণ্য করা হবে। সুতরাং, বিধিবদ্ধ প্রকল্পটি সেই ব্যক্তিকে স্বীকৃতি দেয়, যিনি নির্বাচিত বলে বিবেচিত হওয়ার জন্য দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ভোট পেয়েছেন, যা নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য এবং উদ্দেশ্যের জন্য অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এটি সাধারণ জ্ঞানের বিষয় যে নির্বাচন করা একটি জটিল প্রক্রিয়া যার মধ্যে প্রচুর সময়, জনবলের সম্পৃক্ততা এবং ব্যয় জড়িত। ১৮৮৮ সালের আইনের অধীনে পৌর কর্পোরেশনগুলিকে বিপুল সংখ্যক ক্ষমতা ও এখতিয়ারের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে এবং প্রতি পাঁচ বছরে পৌর কর্পোরেশন গঠনের জন্য নির্বাচন করতে হবে। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ সংখ্যক ভোট অর্জনকারী ব্যক্তির অধিকারকে নতুন করে নির্বাচন অনুষ্ঠিত না করার জন্য স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। সুতরাং, আইনসভা প্রকল্প নিজেই দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ভোট প্রাপ্ত ব্যক্তির নির্বাচিত বলে গণ্য ঘোষণাকে স্বীকৃতি দেয়।

আইনের বিধানগুলি ব্যাখ্যা করার সময় উক্ত উদ্দেশ্য এবং উদ্দেশ্যটি কার্যকর করতে হবে। ধারা ৯-এর দ্বিতীয় অংশে ৩৪ ধারায় প্রদত্ত পদ্ধতিতে নৈমিত্তিক শূন্যপদ পূরণের জন্য বিশেষভাবে বিধান করা হয়েছে, "অন্য কোনও প্রার্থী আছে কিনা, যাকে তার জায়গায় নির্বাচিত বলে মনে করা যেতে পারে" এই প্রশ্নটি প্রাসঙ্গিক এবং প্রয়োজনীয় হয়ে ওঠে। উক্ত প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য, রাজ্য নির্বাচন কমিশনকে তার মন প্রয়োগ করতে হবে এবং প্রশ্নযুক্ত ওয়ার্ড সম্পর্কিত সমস্ত প্রয়োজনীয় তথ্য খতিয়ে দেখতে হবে। এটি আরও প্রাসঙ্গিক যে উপরোক্ত প্রশ্নের উত্তর খুঁজে বের করার প্রয়োজনীয়তা প্রাসঙ্গিক যখন কোনও ব্যক্তি ইতিমধ্যে একটি নির্বাচনী আবেদন দায়ের করেছেন যে দাবি করেছেন যে একজন প্রার্থী রয়েছেন, যিনি ফিরে আসা প্রার্থীর জায়গায় নির্বাচিত বলে মনে করা যেতে পারে। যখন ধারা ৩৩-এর অধীনে কোনও নির্বাচনী আবেদন দায়ের করা হয় না বা যেখানে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ভোট প্রাপ্ত প্রার্থী ঘোষণা করার জন্য কোনও প্রার্থনা করা হয় না, তখন উপরের প্রশ্নটি অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ে এবং নৈমিত্তিক শূন্যপদ পূরণে কোনও প্রভাব ফেলে না। ধারা ৯-এ অভিব্যক্তিটির ব্যবহার, অর্থাৎ "যত তাড়াতাড়ি সম্ভব" ইঙ্গিত দেয় যে সংবিধিতে রাজ্য নির্বাচন কমিশনকে একটি নৈমিত্তিক শূন্যপদের জন্য উপনির্বাচন করার বিচক্ষণতা দেয়। সংবিধি উপ-নির্বাচন অনুষ্ঠিত করার নির্দেশ দেয় না, অর্থাৎ, নৈমিত্তিক শূন্যপদ দেখা দেওয়ার সাথে সাথে নৈমিত্তিক শূন্যপদ পূরণ করা। একটি উদ্দেশ্য এবং উদ্দেশ্যের জন্য কমিশনকে বিচক্ষণতা দেওয়া হয়েছে।

২) অস্থায়ী শূন্যপদ পূরণের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার একটি কারণ হল ফিরে আসা প্রার্থীর জায়গায় নির্বাচিত বলে বিবেচিত হতে পারে এমন অন্য কোনও প্রার্থী নেই কিনা। নির্বাচন অনুষ্ঠানের আগে এই সমস্ত দিকগুলি রাজ্য নির্বাচন কমিশনকে খতিয়ে দেখতে হবে এবং বিবেচনা করতে হবে। তবে এই আদালত স্পষ্ট করে দিয়েছে যে সংবিধিবদ্ধ প্রকল্পটি ইঙ্গিত দেয় না যে কেবলমাত্র ওয়ার্ড থেকে ফিরে আসা প্রার্থীর নির্বাচনকে প্রশ্নবিদ্ধ করে একটি নির্বাচনী আবেদন দাখিল করে এবং নির্বাচন আবেদনকারীর পক্ষে ঘোষণা চেয়ে রাজ্য নির্বাচন কমিশনের নৈমিত্তিক শূন্যপদ পূরণের অধিকারকে কার্যত বাধা দেবে। রাজ্য নির্বাচন কমিশন সংবিধিবদ্ধভাবে অন্য কোনও প্রার্থী নেই কিনা তা খুঁজে বের করতে বাধ্য হয়েছে, যিনি প্রত্যাবর্তিত প্রার্থীর স্থলে নির্বাচিত বলে গণ্য হতে পারেন, কেবলমাত্র তারপরেই নতুন নির্বাচন অনুষ্ঠান করতে বাধ্য থাকবেন।

এটি অপ্রাসঙ্গিক বিষয়গুলি বাদ দিয়ে সমস্ত প্রাসঙ্গিক এবং প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি বিবেচনা করে মনের যথাযথ প্রয়োগের মাধ্যমে একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়া উপস্থাপন করে।

৩) এর পরিপ্রেক্ষিতে, ১৮৮৮ সালের আইনের অধীনে আকস্মিক শূন্যপদ পূরণ সংক্রান্ত বিধিবদ্ধ পরিকল্পনার ক্ষেত্রে, এই আদালত নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তে উপনীত হন:-

(i) নিছক নির্বাচনী আবেদন বিচারাধীন থাকার কারণে নৈমিত্তিক শূন্যপদ পূরণ করা বিলম্বিত বা স্থগিত করা যাবে না। রাজ্য নির্বাচন কমিশনকে ধারা ৯-এর অধীনে একটি নৈমিত্তিক শূন্যপদ পূরণের জন্য এগিয়ে যাওয়ার আগে ধারা ৩৪-এর অধীনে সংবিধিবদ্ধ প্রেসক্রিপশনে বিজ্ঞাপন দিতে হবে এবং যথাযথ মানসিক প্রয়োগের মাধ্যমে একটি সচেতন সিদ্ধান্ত নিতে হবে এবং তারপরে শূন্যপদ পূরণের জন্য এগিয়ে যেতে হবে। নৈমিত্তিক শূন্যতার প্রতিটি ক্ষেত্রে, বিজ্ঞাপন ছাড়া বিভিন্ন পরিস্থিতি থাকতে পারে যার জন্য রাজ্য নির্বাচন কমিশন নৈমিত্তিক শূন্যপদ পূরণ করার সিদ্ধান্ত নিতে পারে না; (ii) ফিরে আসা প্রার্থীর বর্ণ শংসাপত্রের অবৈধতার কারণে একটি নৈমিত্তিক শূন্যস্থান ১৮৮৮ সালের আইনের ৩৪ ধারায় প্রদত্ত পদ্ধতিতে পূরণ করতে হবে; (iii) যখন তার বর্ণ শংসাপত্রের অবৈধতার আগে থেকেই ফিরে আসা প্রার্থীর নির্বাচনকে বিরোধিতা করে একটি নির্বাচনী আবেদন দায়ের করা হয়েছে, যেখানে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ভোট অর্জনকারী প্রার্থীকে নির্বাচিত বলে ঘোষণা করার জন্য নির্বাচনী আবেদনও করা হয়েছে, তখন রাজ্য নির্বাচন কমিশন বিষয়টির উপরের দিকটি বিবেচনা না করে নতুন করে নির্বাচনের ডাক দিতে পারে না।

৪) যদিও কমিশন পৌর কর্পোরেশনের শূন্যপদ পূরণের জন্য ভোটার তালিকা প্রস্তুত করার বিষয়ে ০৯.০৫.২০১৯ তারিখের বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে কিন্তু এখনও কোনও বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়নি, তবে সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডগুলির নির্বাচনের তারিখ নির্ধারণের জন্য, এই আদালতের অভিমত হল যে রাজ্য নির্বাচন কমিশন কোনও বিজ্ঞপ্তি জারি করার আগে প্রশ্নযুক্ত ওয়ার্ডগুলির উপনির্বাচনের তারিখ নির্ধারণের জন্য নতুন সিদ্ধান্ত নিতে পারে।

জ্যোতি বসু এবং অন্যান্যরা বনাম দেবী ঘোষাল এবং অন্যান্যরা (১৯৮২) ১ এস. সি. সি ৬৯১:৩ এস. সি. আর ৩১৮-এর উপর নির্ভরশীল।

ডি. সঞ্জীবায়া বনাম নির্বাচন ট্রাইব্যুনাল, অন্ধ্রপ্রদেশ এবং অন্যান্যরা এ. আই. আর ১৯৬৭ এস. সি ১২১১: [১৯৬৭] এস. সি. আর ৪৮৯;

ভারতের নির্বাচন কমিশন বনাম তেলেঙ্গানা রাষ্ট্র সমিতি এবং আরেকজন (২০১১) ১ এস. সি. সি ৩৭০:[২০১০] ১৪ এস. সি. আর ৪৬৮; প্রমোদ লক্ষ্মণ গুডাধে বনাম ভারতের নির্বাচন কমিশন এবং অন্যান্যরা (২০১৮) ৭ এস. সি. সি ৫৫০:৪ এস. সি. আর ৩৯৭-উল্লেখ করা হয়েছে।

মামলার প্রসঙ্গ

[১৯৬৭] এস. সি. আর. ৪৮৯	উল্লেখ করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ৬
[২০১০] ১৪ এস. সি. আর ৪৬৮	উল্লেখ করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ৬
[২০১৮] ৪ এস. সি. আর ৩৯৭	উল্লেখ করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ৬
[১৯৮২] ৩ এস. সি. আর ৩১৮	নির্ভর করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ১৪

দেওয়ানি আপিল এখতিয়ারঃ ২০১৯ সালের ৫৮৫৫ নং দেওয়ানি আপিল।

২০১৯ সালের ১৫৭৭ নং রিট পিটিশন লজিং-এ বোম্বে হাইকোর্টের বিচার বিভাগের ১০.০৬.২০১৯ তারিখের রায় এবং আদেশ থেকে উদ্ভূত।

সঙ্গে

২০১৯ সালের ৫৮৫৭, ৫৮৫৬ এবং ৫৮৫৮ নম্বর দেওয়ানি আপিল।

সুশ্রী মীনাক্ষী অরোরা, প্রবীণ আইনজীবী, বিনয় নাভারে, চিন্তামণি ভাঙ্গোজি, সুধাংশু এস. চৌধুরী, সুরভী গুলেরিয়া, যোগেশ কোল্টে, মহেশ পি. শিন্ডে, আপিলকারীর পক্ষে আইনজীবীরা।

আত্মারাম এন নাডকর্ণী, এ. এস. জি, সঞ্জয় হেগড়ে, প্রবীণ আইনজীবী, মনোজ শর্মা, অলোক সিং, প্রমোদ কথানে, দীপক শুক্লা, গৌরব ভরদ্বাজ, কপিল কৌশিক, প্রমোদ দয়াল, ব্রজ কে মিশ্র, বিজয় কুমার, ধবল এস দেশপাণ্ডে, সুশ্রী ভারতী ত্যাগী, আশিস ওয়াদ, শ্রীমতী জয়শ্রী ওয়াদ, সিদ্ধার্থ মহাজন, সুশ্রী সুকৃতি জাগগি, উত্তরদাতাদের পক্ষে আইনজীবীরা।

আদালতের রায়টি প্রদান করেছেন

অশোক ভূষণ, বিচারপতি।

১) এই আপিলগুলি বম্বে হাইকোর্টের ১০.০৬.২০১৯ তারিখের সাধারণ রায়ের বিরুদ্ধে দায়ের করা হয়েছে যার দ্বারা আবেদনকারীদের দ্বারা দায়ের করা পৃথক রিট পিটিশনগুলি খারিজ করা হয়েছে।

২) এই সমস্ত আবেদনে উত্থাপিত আইনের প্রশ্নটি সাধারণ হওয়ায়, সমস্ত আপিলের শুনানি একসঙ্গে হয়েছে এবং এই সাধারণ রায় দ্বারা সিদ্ধান্ত নেওয়া হচ্ছে। এই আপিলগুলির সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য ২০১৯ সালের ৫৮৫৫ নং দেওয়ানী আপিল - নীতিন বন্দোপন্ত সালাগ্রে বনাম রাজ্য নির্বাচন কমিশন এবং আরেকজন মামলায় তথ্য এবং আবেদন উল্লেখ করা যথেষ্ট হবে।

৩) বোম্বে পৌর কর্পোরেশনের কাউন্সিলর নির্বাচনের জন্য সাধারণ নির্বাচন ২০১৭ সালের ফেব্রুয়ারিতে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। ২৩.০২.২০১৭ তারিখে ৭৬ নং ওয়ার্ড থেকে কাউন্সিলর হিসেবে নির্বাচিত হন একজন শ্রীমতী কেশরবেন মুরজি প্যাটেল। ৭৬ নম্বর ওয়ার্ডটি অনগ্রসর শ্রেণীর নাগরিকদের জন্য সংরক্ষিত ছিল। শ্রীমতী কেশরবেন মুরজি প্যাটেল ভুলভাবে নিজেকে অনগ্রসর শ্রেণীর নাগরিকের সদস্য বলে দাবি করেছিলেন। আপিলকারী জেলা জাতি শংসাপত্র যাচাই কমিটির কাছে একটি অভিযোগ দায়ের করেছেন এবং মুম্বাই পৌর কর্পোরেশন আইন, ১৮৮৮ (এরপরে - "আইন, ১৮৮৮" হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে) এর ধারা ৩৩ এর অধীনে মুম্বাইয়ের ক্ষুদ্র কারণ আদালতের প্রধান বিচারকের কাছে ২০১৭ সালের ৫২ নম্বর নির্বাচনী আবেদনও দাখিল করেছেন, যেখানে শ্রীমতি কেশরবেন মুরজি প্যাটেলের নির্বাচনকে বিরোধিতা করা হয়েছে। জেলা জাতিগত শংসাপত্র যাচাই কমিটি ১৯.০৮.২০১৭ তারিখের আদেশে শ্রীমতী কেশরবেন মুরজি প্যাটেলের জাতিগত শংসাপত্র বাতিল ঘোষণা করেছে। ২০১৮ সালের ১৮১ নম্বর রিট পিটিশনটি শ্রীমতী কেশরবেন মুরজি প্যাটেল দায়ের করেছিলেন, যাতে কর্পোরেশনকে তাকে অযোগ্য ঘোষণা না করার নির্দেশ দেওয়া হয়। ২০১৮ সালের ১৮১ নম্বর রিট পিটিশনটি ০২.০৪.২০১৯ তারিখে খারিজ করা হয়েছিল, যার বিরুদ্ধে ২০১৯ সালের ৮৯৪৬ নম্বর বিশেষ অনুমতির আবেদন (সি) দায়ের করা হয়েছিল, যাও ২৪.০৪.২০১৯ তারিখে খারিজ করা হয়েছিল। কর্পোরেশনের ৫.০৪.২০১৯ তারিখের আদেশে শ্রীমতী কেশরবেন মুরজি প্যাটেলকে অযোগ্য ঘোষণা করা হয়েছিল। ৭৬ নং ওয়ার্ড থেকে শ্রীমতী কেশরবেন মুরজি প্যাটেলের অযোগ্যতার কারণে, উক্ত ওয়ার্ডে একটি অনিয়মিত শূন্যপদ দেখা দেয়। আপিলকারী দাবি করেছেন যে তিনি ৭৬ নং ওয়ার্ড থেকে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ভোট পেয়েছেন, তাই তিনি দাবি করেছেন যে স্মল কজেস কোর্টের প্রধান বিচারকের দ্বারা তাকে ৭৬ নং ওয়ার্ড থেকে নির্বাচিত বলে ঘোষণা করা উচিত ছিল। মহারাষ্ট্রের রাজ্য নির্বাচন কমিশন ০৯.০৫.২০১৯ তারিখে একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করে ১৯৮৮ সালের আইনের ধারা ৯ এর অধীনে উদ্ভূত অনিয়মিত শূন্যপদ পূরণের জন্য কর্পোরেশনের ৭৬ নং ওয়ার্ডের জন্য উপ-নির্বাচনের বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে। আপিলকারী কর্তৃক ২০১৯ সালের রিট পিটিশন (সি) নং ১৫৭৭ বোম্বে হাইকোর্টে নিম্নলিখিত ত্রাণের জন্য আবেদন করা হয়েছে:

"(ক) এই মাননীয় আদালত, বিবাদী নং ১ রাজ্য নির্বাচন কমিশন কর্তৃক জারি করা ৯ মে, ২০১৯ তারিখের বিজ্ঞপ্তি বাতিল এবং বাতিল করতে চাইছেন, যার মাধ্যমে ১৮৮৮ সালের এমএমসি আইনের ৯ ধারার অধীনে উদ্ভূত অনিয়মিত শূন্যপদ পূরণের জন্য বিবাদী নং ২ কর্পোরেশনের ৭৬ নং ওয়ার্ডের উপ-নির্বাচনের বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছিল।

(খ) এই মাননীয় আদালত মুম্বাইয়ের বিজ্ঞ স্মল কজেস কোর্টকে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, আবেদনকারী কর্তৃক দাখিল করা ২০১৭ সালের পৌর নির্বাচনের আবেদন নং ৫২-এর কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করার জন্য, এই মাননীয় আদালত যে সময়সীমার মধ্যে উপযুক্ত এবং উপযুক্ত মনে করবেন, সেই সময়ের মধ্যে।

(গ) এই আবেদনের শুনানি এবং চূড়ান্ত নিষ্পত্তি মুলতুবি থাকায়, বিবাদী নং ১ রাজ্য নির্বাচন কমিশন কর্তৃক জারি করা ৯ মে, ২০১৯ তারিখের বিজ্ঞপ্তি, যার মাধ্যমে বিবাদী নং ২ কর্পোরেশনের ৭৬ নং ওয়ার্ডের উপ-নির্বাচনের বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে, তা স্থগিত রাখার জন্য অনুগ্রহপূর্বক নির্দেশ দেওয়া হোক।

(ঘ) উপরের প্রার্থনা ধারা (গ)-এর পরিপ্রেক্ষিতে অন্তর্বর্তীকালীন/অন্তর্বর্তীকালীন ছাড় দয়া করে মঞ্জুর করুন।

(ঙ) এই মহামান্য আদালত উপযুক্ত এবং যথাযথ বলে মনে করলে এই ধরনের অন্যান্য এবং আরও স্বস্তি মঞ্জুর করা হবে।"

৪) ১৬.০৫.২০১৯-এ গৃহীত একটি অন্তর্বর্তীকালীন আদেশের মাধ্যমে, হাইকোর্ট রাজ্য নির্বাচন কমিশনকে ভোটার তালিকা প্রস্তুত করার জন্য এগিয়ে যাওয়ার অনুমতি দেয়, তবে, ওয়ার্ডগুলির নির্বাচন ঘোষণা করার বিজ্ঞপ্তি ১২.০৬.২০১৯ পর্যন্ত প্রকাশিত হবে না। এটিও লক্ষণীয় প্রাসঙ্গিক যে ২০১৯ সালের রিট পিটিশন (এল) নং ১২৮৮ আবেদনকারীর দ্বারা দায়ের করা হয়েছিল যেখানে ২০১৭ সালের ৫২ নং নির্বাচন আবেদনের সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য নির্দেশনা চাওয়া হয়েছিল, যে রিট পিটিশনটি হাইকোর্ট দ্বারা ০৪.০৬.২০১৯-এ নিষ্পত্তি করা হয়েছিল, যাতে বোম্বের স্মল কজ কোর্টের বিজ্ঞ বিচারককে যত দ্রুত সম্ভব এবং যে কোনও ক্ষেত্রে ৩১শে আগস্ট, ২০১৯-এর মধ্যে নির্বাচন আবেদনের সিদ্ধান্ত নেওয়ার অনুরোধ করা হয়েছিল। একইভাবে, আরও তিনজন আবেদনকারী হাইকোর্টে রিট পিটিশন দায়ের করেছেন, যথা: রিট পিটিশন নং ২০১৯-এর ১৪৫৩ - সন্দীপ রাজু নায়েক বনাম রাজ্য নির্বাচন কমিশন; রিট পিটিশন নং ২০১৯-এর ১৫৭৮ - গীতা কিরণ ভান্ডারী বনাম রাজ্য নির্বাচন কমিশন এবং রিট পিটিশন নং ২০১৯-এর ১৪৬২ - একনাথ (শঙ্কর) জ্ঞানদেও হুন্ডার বনাম রাজ্য নির্বাচন কমিশন। সমস্ত রিট পিটিশনে, রাজ্য নির্বাচন কমিশন কর্তৃক জারি করা ০৯/০৫/২০১১৯-এর বিজ্ঞপ্তি বাতিল করার দাবি করা হয়েছে, যার মাধ্যমে মহারাষ্ট্রের রাজ্য নির্বাচন কমিশন পৌরসভায় শূন্য পদ পূরণের জন্য উপনির্বাচনের জন্য ভোটার তালিকা প্রস্তুত করার জন্য একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে। যে ওয়ার্ডগুলি থেকে আপিলকারীরা কাউন্সিলর নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন সেগুলি প্রজ্ঞাপনে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। হাইকোর্ট সমস্ত রিট পিটিশন একসাথে শুনেছিল। হাইকোর্ট পক্ষগুলির হলফনামা দাখিলের ক্ষেত্রেও ছাড় দিয়েছিল। হাইকোর্ট ১০.০৬.২০১৯ তারিখের বিতর্কিত রায় দিয়ে চারটি রিট পিটিশনই খারিজ করে দিয়েছে, যে রায়ে ক্ষুব্ধ হয়ে এই আপিলগুলি দায়ের করা হয়েছে।

৫) আমরা আপীলকারীদের পক্ষে উপস্থিত বিজ্ঞ আইনজীবী, রাজ্য নির্বাচন কমিশনের পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী এবং পৌর কর্পোরেশনের পক্ষে উপস্থিত বিজ্ঞ আইনজীবীর পাশাপাশি হস্তক্ষেপকারীর পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবীর কথা শুনেছি।

৬) হাইকোর্টের রায়কে চ্যালেঞ্জ করে আপিলকারীর পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী যুক্তি দেখান যে, আপিলকারীরা কাউন্সিলর নির্বাচনে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ভোট অর্জনকারী প্রার্থী এবং ফিরে আসা প্রার্থীদের অযোগ্য ঘোষণা করা হয়েছে, আবেদনকারীরা ১৮৮৮ সালের আইনের ৩৩ ধারা অনুসারে নির্বাচিত হিসাবে ঘোষিত হওয়ার অধিকারী। আপিলকারীদের নির্বাচনী আবেদন যেখানে আপিলকারীদের নির্বাচিত প্রার্থী হিসাবে ঘোষণা করার আবেদন বিবেচনাধীন রয়েছে, সেখানে রাজ্য নির্বাচন কমিশনের উপনির্বাচন বা কাউন্সিলর নির্বাচনের জন্য বিজ্ঞপ্তি জারি করার কোনও এখতিয়ার ছিল না। এটি জমা দেওয়া হয় যে সংবিধি বিবেচনা করে যে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ভোট অর্জনকারী প্রার্থীরা নির্বাচন বাতিল করার ক্ষেত্রে কাউন্সিলর হিসাবে নির্বাচিত বলে বিবেচিত হবে। আপিলকারীর নির্বাচনী আবেদন বিচারাধীন না হওয়া পর্যন্ত উপনির্বাচন অনুষ্ঠিত করা আইনত অনুমোদিত নয়। আপিলকারীর পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী ডি. সঞ্জীবায়া বনাম নির্বাচন ট্রাইব্যুনাল, অন্ধ্র প্রদেশ এবং অন্যান্যরা, এআইআর ১৯৬৭ এসসি ১২১১; ভারতের নির্বাচন কমিশন বনাম তেলেঙ্গানা রাষ্ট্র সমিতি এবং আরেকজন, (২০১১) ১ এসসিসি ৩৭০ এবং প্রমোদ লক্ষ্মণ গুডাধে বনাম ভারতের নির্বাচন কমিশন এবং অন্যান্যরা, (২০১৮) ৭ এসসিসি ৫৫০-তে এই আদালতের রায়ের উপর নির্ভর করেছেন। এটি জমা দেওয়া হয় যে যদি উপ-নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার অনুমতি দেওয়া হয় এবং উক্ত নির্বাচনে অন্য কোনও ব্যক্তিকে নির্বাচিত ঘোষণা করা হয় এবং নির্বাচনী আবেদনে যদি আবেদনকারীর পক্ষে ঘোষণা করা হয় যে তিনি পৌর কর্পোরেশনের ওয়ার্ড থেকে নির্বাচিত বলে বিবেচিত হবেন, তবে নির্বাচনী এলাকার প্রতিনিধিত্ব করার দাবি করা দুজন প্রার্থী থাকবেন, যা সংবিধিবদ্ধ প্রকল্প অনুসারে অনুমোদিত নয়। এটি আরও জমা দেওয়া হয় যে ডিভিশন বেঞ্চ ২০০৭-এর ৬৮৪৬ নং রিট পিটিশনে ১৭.০৯২০০৭ তারিখের পূর্ববর্তী ডিভিশন বেঞ্চের রায়ের দৃষ্টিভঙ্গি অনুসরণ করেনি-জগদীশ কুট্টি আমিন বনাম বৃহন্মুম্বাই পৌর কর্পোরেশন এবং অন্যান্যরা, এবং একটি ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি নেওয়ার জন্য, বিষয়টি একটি বৃহত্তর বেঞ্চে পাঠানো উচিত ছিল।

৭) আবেদনকারীর পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবীর জমা দেওয়া যুক্তিগুলি প্রত্যাখ্যান করে উত্তরদাতাদের জন্য বিজ্ঞ আইনজীবী যুক্তি দেখান যে আবেদনকারীর দ্বারা নির্বাচনী আবেদন দাখিল করা রাজ্য নির্বাচন কমিশন দ্বারা নৈমিত্তিক শূন্যপদ পূরণ স্থগিত করার প্রভাব ফেলে না। এটি জমা দেওয়া হয়েছে যে

কাউন্সিলরের মেয়াদ পাঁচ বছর হওয়া এবং স্বীকৃতভাবে ফিরে আসা প্রার্থীকে অযোগ্য ঘোষণা করা হলে, ওয়ার্ডটি প্রতিনিধিত্বহীন থাকতে পারে না। আপিলকারীর দায়ের করা নির্বাচনী আবেদনের সিদ্ধান্ত পৌর কর্পোরেশনের মেয়াদকালে নেওয়া যেতে পারে বা নাও হতে পারে। সংবিধির উদ্দেশ্য ছিল যে নির্বাচিত প্রার্থী হিসাবে ঘোষণার দাবি করা আবেদনকারীদের দাবির বিষয়ে নির্বাচনী আবেদনের সিদ্ধান্ত না হওয়া পর্যন্ত, উপনির্বাচন অনুষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত, সংবিধিবদ্ধ প্রকল্পে কিছু নির্দিষ্ট বিধান থাকা উচিত ছিল। এটি জমা দেওয়া হয় যে ১৮৮৮ সালের আইনের ৯ ধারার অর্থের মধ্যে উদ্ভূত নৈমিত্তিক শূন্যপদ পূরণ করা ১৮৮৮ সালের আইনের ৩৩ ধারার অধীনে দায়ের করা কোনও নির্বাচনী আবেদনের উপর নির্ভরশীল নয়। ধারা ৩৩ (২) দ্বারা বিবেচিত পদক্ষেপটি শুধুমাত্র নির্বাচনী আবেদনের জন্য প্রাসঙ্গিক, যা ধারা ৩৩-এর অধীনে দায়ের করা হয়েছে, যা নৈমিত্তিক শূন্যপদ পূরণ বন্ধ বা স্থগিত রাখার কোনও প্রভাব ফেলে না। এটি জমা দেওয়া হয় যে জনগণের প্রতিনিধিত্ব আইন, ১৯৫১-এর প্রকল্পটি ১৮৮৮ সালের আইনের প্রকল্প থেকে সম্পূর্ণ আলাদা, তাই আপিলকারীর আইনজীবীর দ্বারা নির্ভর করা রায়গুলি প্রাসঙ্গিক নয়।

৮) আমরা পক্ষগুলির পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবীকে শুনেছি এবং নথিগুলি পর্যবেক্ষণ করেছি।

৯) বর্তমান ক্ষেত্রে ফিরে আসা প্রার্থীদের বর্ণের শংসাপত্র অবৈধ হওয়ার কারণে অযোগ্য ঘোষণা করা হয়েছে। ফিরে আসা প্রার্থীদের অযোগ্য ঘোষণা চূড়ান্ত হয়ে গেছে, যারা প্রাথমিকভাবে পৌর কর্পোরেশনের সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ড থেকে নির্বাচিত হয়েছিল, যা কাউন্সিলরের অফিসে নৈমিত্তিক শূন্যতার জন্ম দিয়েছে। ১৮৮৮ সালের আইনের ৯ নং ধারায় নৈমিত্তিক শূন্যপদের কথা বলা হয়েছে, যা নিম্নরূপঃ-

"৯) সাধারণ শূন্যপদগুলি কীভাবে পূরণ করা হবে।

কাউন্সিলর হিসাবে নির্বাচিত কোনও ব্যক্তির দ্বারা পদ গ্রহণ না করা বা কোনও কাউন্সিলরের মৃত্যু, পদত্যাগ বা অযোগ্যতা, তাঁর পদের মেয়াদকালে কাজ করতে অক্ষম হওয়ার ক্ষেত্রে সেখানে একটি নৈমিত্তিক শূন্যপদ হিসাবে বিবেচিত হবে এবং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব, এমন কোনও ব্যক্তির নির্বাচনের মাধ্যমে এই শূন্যস্থান পূরণ করা হবে, যিনি কেবলমাত্র যে কাউন্সিলরের জায়গায় নির্বাচিত হন, তিনি শূন্যপদ না হলে তা ধরে রাখার অধিকারী হতেন।

একজন নির্বাচিত কাউন্সিলরের পদে নৈমিত্তিক শূন্যপদ ধারা ৩৪-এ প্রদত্ত পদ্ধতিতে পূরণ করা হবেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, ৬ক ধারার অধীনে কাউন্সিলরের মেয়াদ শেষ হওয়ার তারিখের ছয় মাসের মধ্যে এই ধরনের শূন্যপদ পূরণের জন্য কোনও নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে না।"

১০) আইনের ৩৩ নং ধারাটি ছোট কারণ আদালতের প্রধান বিচারপতির দ্বারা শুনানি এবং নিষ্পত্তি করার জন্য নির্বাচনী আবেদনগুলির সাথে সম্পর্কিত, যা নিম্নরূপঃ-

"৩৩) নির্বাচনী আবেদনপত্রের শুনানি এবং নিষ্পত্তি স্মল কজ কোর্টের প্রধান বিচারক দ্বারা করা হবে। (১) যদি কাউন্সিলর হওয়ার জন্য নির্বাচিত বলে ঘোষিত কোনও ব্যক্তির যোগ্যতা নিয়ে বিতর্ক হয়, অথবা কোনও নির্বাচনের বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়, তা রাজ্য নির্বাচন কমিশনারের দ্বারা মনোনয়নের অনুপযুক্ত প্রত্যাখ্যানের কারণে, অথবা অনুপযুক্ত অভ্যর্থনা বা ভোট প্রত্যাখ্যানের কারণে, অথবা অন্য কোনও কারণে, অথবা যদি কোনও ব্যক্তির নির্বাচনের বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয় এই ভিত্তিতে যে ধারা ২৮চ এর অর্থ অনুসারে তিনি কোনও দুর্নীতিগ্রস্ত কার্যকলাপ করেছেন, তাহলে পৌর নির্বাচনী তালিকায় নাম নথিভুক্ত যে কোনও ব্যক্তি, ধারা ২৮ এর ধারা (ট) এর অধীনে নির্ধারিত তালিকা বিক্রয় বা পরিদর্শনের জন্য উপলব্ধ হওয়ার তারিখ থেকে দশ দিনের মধ্যে, যে কোনও সময়, ক্ষুদ্র মামলা আদালতের প্রধান বিচারকের কাছে আবেদন করতে পারবেন। যদি আবেদনটি এমন একটি ঘোষণার জন্য হয় যে কোনও নির্দিষ্ট প্রার্থী নির্বাচিত বলে বিবেচিত হবেন, তবে আবেদনকারী তাঁর আবেদনে সেই সমস্ত প্রার্থীকে পক্ষভুক্ত করবেন, যাঁরা নির্বাচিত ঘোষিত না হলেও, ধারা ৩২-এর অধীনে রাজ্য নির্বাচন কমিশনার কর্তৃক ঘোষিত ফলাফল অনুসারে, উক্ত প্রার্থীর চেয়ে বেশি ভোট পেয়েছেন এবং উল্লিখিত প্রার্থীর বিরুদ্ধে একই পদ্ধতিতে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবেন।

(১ক) আবেদনকারী, যখনই প্রধান বিচারপতির দ্বারা প্রয়োজন হবে, তখন উক্ত আবেদনের জন্য আবেদনকারীকে অন্য পক্ষকে যে কোনও খরচের জন্য নিরাপত্তা হিসাবে দিনের বাজার দরে নগদ ৫০০ টাকা বা সমতুল্য মূল্যের সরকারী সিকিউরিটিজ আদালতে জমা করবেন।

(২) উক্ত প্রধান বিচারপতি, প্রয়োজনীয় বলে মনে করেন এমন তদন্ত করার পর, যদি দেখেন যে নির্বাচনটি বৈধ নির্বাচন ছিল এবং যে ব্যক্তির নির্বাচনে আপত্তি জানানো হয়েছে তিনি অযোগ্য নন, তা হলে তিনি নির্বাচনের ঘোষিত ফলাফল নিশ্চিত করবেন। যদি তিনি দেখেন যে যার নির্বাচনে আপত্তি জানানো হয়েছে তিনি কাউন্সিলর হওয়ার জন্য অযোগ্য, তবে তিনি সেই ব্যক্তির নির্বাচনকে বাতিল ঘোষণা করবেন। যদি তিনি দেখেন যে নির্বাচনটি বৈধ নির্বাচন নয়, তবে তিনি তা বাতিল করবেন।

উভয় ক্ষেত্রেই তিনি নির্দেশ দেবেন যে, যে প্রার্থীর পক্ষে উক্ত ব্যক্তির পরে সর্বোচ্চ সংখ্যক বৈধ ভোট রেকর্ড করা হয় এবং যার নির্বাচনের বিরুদ্ধে আপত্তির কোনও কারণ পাওয়া যায় না, তিনি নির্বাচিত বলে গণ্য হবেন।

(২ক) যখন কোনও ব্যক্তির নির্বাচনকে এই ভিত্তিতে প্রশ্ন করা হয় যে, তিনি ধারা ২৮চ-এর অর্থের মধ্যে কোনও দুর্নীতি করেছেন, তখন প্রধান বিচারপতি, যদি সন্তুষ্ট হন যে কোনও প্রার্থী এই ধরনের দুর্নীতি করেছেন, তা হলে কোনও প্রার্থীকে সেই নির্বাচনের উদ্দেশ্যে এবং সাধারণ নির্বাচনে নির্বাচিত কাউন্সিলরদের বর্তমান মেয়াদে অনুষ্ঠিত হতে পারে এমন নতুন নির্বাচনের উদ্দেশ্যে উভয় উদ্দেশ্যেই অযোগ্য ঘোষণা করবেন এবং নির্বাচিত হলে এই ধরনের প্রার্থীর নির্বাচন বাতিল করে দেবেন।

(৩) উক্ত প্রধান বিচারপতির আদেশ চূড়ান্ত হবে।

(৪) (* * * * * * *)

(৫) পূর্ববর্তী বিধান অনুসারে প্রশ্নবিদ্ধ না হওয়া প্রতিটি নির্বাচনকে সকলের কাছে একটি ভাল এবং বৈধ নির্বাচন বলে মনে করা হবে।

১১) ধারা ৩৪-এ একটি শিরোনাম রয়েছে "নির্বাচন ব্যর্থ হলে বা বাতিল করা হলে পদ্ধতি"। ধারা ৩৪ নিম্নরূপঃ-

"৩৪)নির্বাচন ব্যর্থ হলে বা বাতিল হলে পদ্ধতি।

(১) যদি কোনও সাধারণ নির্বাচন বা আকস্মিক শূন্যপদ পূরণের জন্য অনুষ্ঠিত কোনও নির্বাচনে কোনও কাউন্সিলর নির্বাচিত না হন, অথবা কোনও কাউন্সিলরের নির্বাচন ৩৩ ধারার উপ-ধারা (২) এর অধীনে বাতিল করা হয় এবং উক্ত উপ-ধারার অধীনে তাঁর জায়গায় নির্বাচিত বলে বিবেচিত অন্য কোনও প্রার্থী না থাকেন, তবে রাজ্য নির্বাচন কমিশনার নতুন করে নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য অন্য কোনও দিন নির্ধারণ করবেন এবং সেই অনুযায়ী নতুন করে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

(২) এই ধারার অধীনে নির্বাচিত একজন কাউন্সিলর ধারা ৯ এর অধীনে একটি নৈমিত্তিক শূন্যপদ পূরণের জন্য নির্বাচিত হয়েছেন বলে মনে করা হবে।"

১২) বর্তমান মামলার তথ্যে, কোনও বিতর্ক নেই যে জেলা জাতিগত শংসাপত্র যাচাই-বাছাই কমিটি কর্তৃক জাতিগত শংসাপত্র বাতিলের পূর্বে আপিলকারীরা ক্ষুদ্র কারণ আদালতের প্রধান বিচারকের কাছে প্রত্যাবর্তিত প্রার্থীদের নির্বাচনকে বিরোধিতা করে নির্বাচনী আবেদন দাখিল করেছিলেন এবং নির্বাচনী আবেদনে আরও বলা হয়েছে, আপিলকারীর পক্ষ থেকে প্রার্থনা করা হয়েছে যে তাকেও নির্বাচিত ঘোষণা করা হোক।

নির্বাচনী আবেদনের প্রার্থনা (গ) নিম্নরূপঃ-

"গ) আবেদনকারীকে উত্তরদাতা নং ১ কর্পোরেশনের ৭৬ নং ওয়ার্ড থেকে নির্বাচিত ঘোষণা করা হবে, যিনি উত্তরদাতা নং ৩-এর পরে পরবর্তী সর্বোচ্চ সংখ্যক বৈধ ভোট পেয়েছেন এবং যার নির্বাচনের বিরুদ্ধে, আপত্তির কোনও কারণ পাওয়া যায় না। "

১৩) রাজ্য নির্বাচন কমিশন পৌর কর্পোরেশনে শূন্য পদ পূরণের জন্য উপনির্বাচনের প্রক্রিয়া শুরু করেছে। নির্বাচনী আবেদন দাখিল করা হোক বা নির্বাচনী আবেদন শেষ করা হোক, যেখানে একটি প্রার্থনা হল যে আবেদনকারীকে সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ড থেকে নির্বাচিত বলে গণ্য করা হলে, উপ-নির্বাচন স্থগিত করার প্রভাব পড়ে এবং রাজ্য নির্বাচন কমিশন উপ-নির্বাচন অনুষ্ঠানের সাথে অগ্রসর হতে অস্বীকৃতি জানায় - এই প্রশ্নগুলির উত্তর এই আপিলগুলিতে দেওয়া প্রয়োজন।

১৪) জ্যোতি বসু এবং অন্যান্যরা বনাম দেবী ঘোষাল এবং অন্যান্যরা, (১৯৮২) ১ এস. সি. সি ৬৯১: এ. আই. আর ১৯৮২ এস. সি ৯৮৩ মামলায় এই আদালত বলেছে যে নির্বাচনের অধিকার, নির্বাচিত হওয়ার অধিকার এবং একটি নির্বাচন নিয়ে বিতর্ক করার অধিকার হল বিধিবদ্ধ অধিকার। রায়ের ৮ নং অনুচ্ছেদে নিম্নলিখিত পর্যবেক্ষণ করা হয়েছেঃ-

"৮) নির্বাচনের অধিকার, যদিও এটি গণতন্ত্রের জন্য মৌলিক, অস্বাভাবিকভাবে যথেষ্ট, মৌলিক অধিকার বা সাধারণ আইনের অধিকার নয়। এটি বিশুদ্ধ এবং সহজ, একটি সংবিধিবদ্ধ অধিকার। নির্বাচিত হওয়ার অধিকারও তাই। নির্বাচনের বিরোধ করার অধিকারও আইনের বাইরে, নির্বাচনের কোনও অধিকার নেই, নির্বাচিত হওয়ার কোনও অধিকার নেই এবং কোনও নির্বাচন নিয়ে বিতর্ক করার কোনও অধিকার নেই। সংবিধিবদ্ধ সৃষ্টি সেগুলি, এবং তাই, সংবিধিবদ্ধ সীমাবদ্ধতার সাপেক্ষে। একটি নির্বাচনী আবেদন সাধারণ আইন বা ন্যায্যতার কোনও পদক্ষেপ নয়। এটি একটি বিধিবদ্ধ কার্যধারা যার জন্য সাধারণ আইন বা সাম্যের নীতিগুলি প্রযোজ্য নয়, তবে কেবল সেই নিয়মগুলি যা আইন তৈরি করে এবং প্রয়োগ করে। এটি একটি বিশেষ এখতিয়ার, এবং এটি তৈরি করা আইন অনুসারে সর্বদা একটি বিশেষ এখতিয়ার প্রয়োগ করতে হবে। সাথে পরিচিত ধারণাগুলি অবশ্যই নির্বাচনী আইনের কাছে অপরিচিত থাকতে হবে যদি না সংবিধিবদ্ধভাবে মূর্ত হয়..... "

১৫) সুতরাং, এই আপিলগুলিতে উত্থাপিত সমস্ত সমস্যার উত্তর ১৮৮৮ সালের সংবিধিবদ্ধ আইন থেকে বের করতে হবে। "একজন কাউন্সিলরের অযোগ্যতা" ধারা ৯-এ উল্লিখিত পরিস্থিতিগুলির মধ্যে একটি, যা অফিসে একটি নৈমিত্তিক শূন্যতার কারণ বলে মনে করা হয়।

আইনের ধারা ৯-এ নৈমিত্তিক শূন্যপদ পূরণের কথাও বিবেচনা করা হয়েছে। এছাড়াও শূন্যপদ পূরণের ক্ষেত্রে, নিম্নলিখিত শব্দগুলির দ্বারা ধারা ৯-এর অধীনে একজন রাইডারকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছেঃ-"যত তাড়াতাড়ি এটি সুবিধাজনকভাবে হতে পারে"

১৬) উপরোক্ত অভিব্যক্তিটির উদ্দেশ্য ও অর্থ কী তা পরীক্ষা করতে হবে। আইনের ৯ নং ধারাটি দুটি অংশে রয়েছে, দ্বিতীয় অংশটি ১৯৩৫ সালের ২৮ নং বোম্বে আইন দ্বারা ৯ নং ধারায় যুক্ত করা হয়েছিল। ৯ নং ধারার প্রথম অংশে বলা হয়েছে যে কোনও ব্যক্তির নির্বাচনের মাধ্যমে যত তাড়াতাড়ি সুবিধাজনকভাবে একটি নৈমিত্তিক শূন্যপদ পূরণ করা হবে। দ্বিতীয় অংশটি যোগ করে, এটি বিধান করা হয়েছে যে নৈমিত্তিক শূন্যপদটি ধারা ৩৪-এ প্রদত্ত পদ্ধতিতে পূরণ করা হবে। নৈমিত্তিক শূন্যপদ পূরণ করার জন্য প্রদত্ত পদ্ধতি খুঁজে বের করতে আমাদের ৩৪ নং ধারাটি খতিয়ে দেখতে হবে। উপরে উল্লিখিত ধারা ৩৪ (১)-এ বলা হয়েছে যে, কোনও সাধারণ নির্বাচন বা আকস্মিক শূন্যপদ পূরণের জন্য অনুষ্ঠিত নির্বাচনে যদি কোনও কাউন্সিলর নির্বাচিত না হন, অথবা কোনও কাউন্সিলরের নির্বাচন ধারা ৩৩-এর উপ-ধারা (২)-এর অধীনে বাতিল করা হয় এবং তাঁর জায়গায় নির্বাচিত বলে গণ্য হতে পারে এমন অন্য কোনও প্রার্থী না থাকেন, তা হলে রাজ্য নির্বাচন কমিশনার নতুন করে নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য অন্য কোনও দিন নির্ধারণ করবেন। নতুন করে নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য আরেকটি দিন নিয়োগের জন্য ৩৪ ধারার উপ-ধারা (১)-এ অন্তর্ভুক্ত শর্তগুলির মধ্যে একটি হল যে "তাঁর জায়গায় নির্বাচিত বলে বিবেচিত হতে পারে এমন অন্য কোনও প্রার্থী নেই", সুতরাং, কোনও ক্ষেত্রে, এমন কোনও প্রার্থী রয়েছেন যিনি ফিরে আসা প্রার্থীর জায়গায় নির্বাচিত বলে মনে করা যেতে পারে, নির্বাচনের তারিখ নিয়োগ করা হবে না।

১৭) জমা দেওয়ার বিষয়টি বিবেচনা করতে হবে যে ধারা ৩৪ (১)-কে ধারা ৩৩ (২)-এর ক্ষেত্রে তার কার্যকারিতার জন্য সীমাবদ্ধ রাখতে হবে কিনা, অর্থাৎ, যখন ফিরে আসা কোনও প্রার্থীর নির্বাচনী আবেদন খারিজ করা হয় বা ধারা ৩৪ (১)-এ থাকা কার্যকরী শর্তগুলি ধারা ৯-এর অধীনে নৈমিত্তিক শূন্যপদ পূরণের ক্ষেত্রে আকৃষ্ট করা হবে। ধারা ৯-এর দ্বিতীয় অংশ, অর্থাৎ, "নির্বাচিত কাউন্সিলরের অফিসে আকস্মিক শূন্যপদ ধারা ৩৪-এ প্রদত্ত পদ্ধতিতে পূরণ করা হবে" যদি ধারা ৯-এ না থাকত, তাহলে ধারা ৩৩(২) এর অধীনে কেবল নির্বাচনী আবেদনের মধ্যে ধারা ৩৪-এর কার্যকারিতা সীমাবদ্ধ রাখার ক্ষেত্রে কোনও অসুবিধা থাকত না।

১৮) "নির্বাচিত কাউন্সিলরের পদে অস্থায়ী শূন্যপদ ধারা (৩৪)-এ প্রদত্ত পদ্ধতিতে পূরণ করা হবে।" এই বাক্যাংশটি ১৮৮৮ সালের বোম্বে আইন XXVIII দ্বারা ১৯৩৫ সালের বোম্বে আইন XXVIII দ্বারা যুক্ত করা হয়েছিল। বর্তমানে বিদ্যমান ধারা ৩৪ ১৯৩৫ সালের XXVIII আইন দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়েছিল। আমাদের ধারা ৯ এবং ৩৪-এ সংশোধনের উদ্দেশ্য এবং কারণের বিবৃতিটি খতিয়ে দেখা উচিত।

১৯৩৫ সালের বিল নং XXXVI-এর সঙ্গে বোম্বে সরকারি গেজেটে ১৭.০৯.১৯৩৫ তারিখে প্রকাশিত উদ্দেশ্য ও কারণের বিবৃতিটি নিম্নরূপঃ

"উদ্দেশ্য ও কারণের বিবৃতি।

বম্বে পৌর আইনের (১৮৮৮ সালের তৃতীয়) ৩৪ ধারায় বলা হয়েছে যে, যদি কোনও কাউন্সিলর সাধারণ নির্বাচনে নির্বাচিত না হন, তাহলে অবসরপ্রাপ্ত কাউন্সিলর বা কাউন্সিলররা, যদি সেবা করতে ইচ্ছুক হন, তাহলে তাদেরকে পুনঃনির্বাচিত বলে গণ্য করা হবে; যদি অবসর গ্রহণকারী কাউন্সিলর দায়িত্ব পালন করতে ইচ্ছুক না হন, বা কিছু অবসরপ্রাপ্ত কাউন্সিলর দায়িত্ব পালন করতে ইচ্ছুক হন এবং কেউ কেউ না হন, এবং অন্যান্য কিছু আকস্মিক পরিস্থিতিতেও কর্পোরেশন পৌর কমিশনার কর্তৃক প্রদত্ত প্রতিবেদনের পনের দিনের মধ্যে বিকল্পের মাধ্যমে শূন্যপদ বা শূন্যপদ পূরণ করবে; এবং কর্পোরেশন কর্তৃক এই ধরনের পদক্ষেপ ব্যর্থ হলে শূন্যপদ বা শূন্যপদ নির্বাচনের মাধ্যমে পূরণ করতে হবে। এই বিধানগুলি এমন এক সময় থেকে রয়েছে যখন স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন তার শৈশবে ছিল বলে বলা যেতে পারে; এবং সম্ভবত এটি আশঙ্কা করা হয়েছিল যে শূন্যপদ পূরণের জন্য পর্যাপ্ত সংখ্যক কাউন্সিলর এগিয়ে আসতে পারবেন না। সাধারণ নির্বাচন ফলপ্রসূ প্রমাণিত হওয়ার পরে নতুন করে নির্বাচন অনুষ্ঠানের ঝামেলা ও ব্যয় এড়ানোর উদ্দেশ্যেও এই বিধানগুলি করা হয়েছে বলে মনে হয়। পরিস্থিতি পরিবর্তিত হয়েছে এবং বর্তমান সময়ে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের প্রতি গভীর আগ্রহের কারণে, নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য পর্যাপ্ত সংখ্যক প্রার্থী উপলব্ধ না থাকার সম্ভাবনা নেই। এটিও কাম্য বলে মনে হয় যে, যেখানে একটি নির্বাচন বাতিল করা হয়েছে এবং ৩৩ ও ৩৪ ধারায় বিবেচিত অন্যান্য আকস্মিক পরিস্থিতিতে ভোটারদের তাদের পছন্দের অন্যান্য প্রতিনিধিদের ফিরিয়ে দেওয়ার সুযোগ দেওয়া উচিত। বিলটি এই উদ্দেশ্যটি সম্পাদন করার উদ্দেশ্যে করা হয়েছে।

১৬ তম সেপ্টেম্বর, ১৯৩৫

(স্বাক্ষরিত) এস. এন. ভুট্টো।

মহামান্য রাজ্যপালের আদেশে,

কে. সি. সেন",

১৯) আমরা হয়তো লক্ষ্য করতে পারি যে, ১৮৮৮ সালের সংবিধিবদ্ধ প্রকল্পটি ১৯৩৫ সালে সংশোধনের আগে ছিল। ১৯৩৫ সালের সংশোধনীর আগে ৯ নং ধারাটি যেমন ছিল, তা নিম্নরূপ ছিলঃ

"৯) নৈমিত্তিক শূন্যপদ কিভাবে পূরণ করা হবে-

নির্বাচিত বা নিযুক্ত কোন ব্যক্তি কাউন্সিলর পদ গ্রহণ না করলে, কাউন্সিলর হওয়ার জন্য আবেদন না করলে, কাউন্সিলরের মৃত্যু হলে, পদত্যাগ করলে বা অযোগ্য ঘোষণা করলে, অথবা অবসর গ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত তিনি দায়িত্ব পালনে অক্ষম হলে, "কোনও পদ শূন্য হলে তা সাময়িকভাবে শূন্যপদ হিসেবে গণ্য হবে এবং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব, সেই পদের জন্য একজন ব্যক্তির নির্বাচন বা নিয়োগের মাধ্যমে এই শূন্যপদ পূরণ করা হবে, যিনি কেবলমাত্র সেই সময়ের জন্যই পদে বহাল থাকবেন যতক্ষণ না তিনি নির্বাচিত বা নিযুক্ত হন, যদি শূন্যপদটি না ঘটত, তবে সেই কাউন্সিলর সেই পদে বহাল থাকার অধিকারী হতেন।"

২০) ধারা ৩৪ যা মূলত ১৮৮৮ সালের আইনে বিদ্যমান ছিল তা নিম্নলিখিত প্রভাবের জন্য ছিলঃ

"৩৪) ব্যর্থ হলে নির্বাচনের পদ্ধতি

১) এই আইন অনুযায়ী অনুষ্ঠিত প্রথম সাধারণ নির্বাচনগুলির মধ্যে একটি না হয়ে কোনও সাধারণ নির্বাচনে যদি কোনও কারণে কোনও কাউন্সিলর নির্বাচিত না হন, তবে অবসর গ্রহণকারী কাউন্সিলর বা কাউন্সিলররা দায়িত্ব পালন করতে ইচ্ছুক হলে পুনরায় নির্বাচিত বলে গণ্য হবেন।

২) যদি, এই ধরনের কোনও ক্ষেত্রে, অবসর গ্রহণকারী কাউন্সিলর দায়িত্ব পালন করতে ইচ্ছুক না হন, অথবা কিছু অবসর গ্রহণকারী কাউন্সিলর দায়িত্ব পালন করতে ইচ্ছুক হন এবং কেউ কেউ না হন, অথবা

যদি, এই আইন অনুসারে অনুষ্ঠিত প্রথম সাধারণ নির্বাচনের ক্ষেত্রে, অথবা একটি নৈমিত্তিক শূন্যপদ পূরণের জন্য নির্বাচনের ক্ষেত্রে, কোনও কাউন্সিলর নির্বাচিত না হন, অথবা

যদি কোনও নির্বাচনের ক্ষেত্রে অপর্যাপ্ত সংখ্যক কাউন্সিলর নির্বাচিত হন,

কমিশনার অবিলম্বে কর্পোরেশনকে পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত করবেন এবং এরপরে কর্পোরেশন, যতদূর গঠিত হয়, শূন্যপদ পূরণের জন্য যথাযথ যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিকে নিয়োগ করতে পারে, বা প্রতিটি শূন্যপদ, ক্ষেত্রমত, এবং যদি কর্পোরেশন এই তথ্য প্রাপ্তির পনের দিনের মধ্যে উপরোক্ত ব্যক্তিকে নিয়োগ করতে ব্যর্থ হয়, তাহলে কমিশনার নতুন নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য আরেকটি দিন নির্ধারণ করবেন।

৩) এই ধারার অধীনে অনুষ্ঠিত একটি নতুন নির্বাচন সমস্ত দিক থেকে একই বিধান সাপেক্ষে অনুষ্ঠিত হবে যেন এটি একটি নৈমিত্তিক শূন্যপদ পূরণের নির্বাচন ছিল।

২১) ১৮৮৮ সালের আইন পরিকল্পনায় মূলত অবসরপ্রাপ্ত কাউন্সিলরদের জন্য বিধান ছিল, যারা কোনও সাধারণ নির্বাচনে কোনও কাউন্সিলর নির্বাচিত না হলে পুনরায় নির্বাচিত বলে বিবেচিত হওয়ার জন্য কাজ করতে ইচ্ছুক।

২২) সাধারণ নির্বাচন ফলপ্রসূ না হওয়ার পরে নতুন করে নির্বাচন অনুষ্ঠানের ঝামেলা ও ব্যয় এড়ানোর উদ্দেশ্যে উপরোক্ত বিধানগুলি তৈরি করা হয়েছিল। ১৯৩৫ সালের বিল নং XXXVI-এর উদ্দেশ্য ও কারণের বিবৃতিটি লক্ষ্য করেছে যে বর্তমান সময়ে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের প্রতি গভীর আগ্রহের কারণে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য পর্যাপ্ত সংখ্যক প্রার্থী উপলব্ধ না থাকার সম্ভাবনা নেই। ১৯৩৫ সালের সংশোধনীতে উদ্দেশ্য ও কারণের বিবৃতিটিও বিবেচনা করা হয়েছে যে ধারা ৩৩ এবং ৩৪-এ বিবেচিত আকস্মিকতা সাপেক্ষে একজন ভোটারকে তাদের পছন্দের অন্যান্য প্রতিনিধিদের ফিরিয়ে দেওয়ার সুযোগ দেওয়া উচিত।

২৩) উপরে উল্লিখিত ধারা ৩৪-এ, ধারা ৩৪-এর উপ-ধারা (১)-এ নতুন করে নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য আরেকটি তারিখ নির্ধারণের জন্য একটি আকস্মিকতা প্রদান করা হয়েছে, যখন নির্বাচিত বলে বিবেচিত অন্য কোনও প্রার্থী উপলব্ধ নেই। সুতরাং, যখন নির্বাচিত বলে বিবেচিত কোনও প্রার্থী উপলব্ধ থাকে, তখন অবিলম্বে নতুন নির্বাচন শুরু করা উচিত নয়।

২৪) ১৯৩৫ সালের সংশোধনী দ্বারা ধারা ৯-এর দ্বিতীয় অংশ যোগ করার অর্থ দিতে হবে যে "একজন নির্বাচিত কাউন্সিলরের পদে আকস্মিক শূন্যপদ ধারা ৩৪-এ প্রদত্ত পদ্ধতিতে পূরণ করা হবে"। ধারা ৯ এবং ৩৪-কে অর্থ ও উদ্দেশ্য খুঁজে বের করতে এবং বিধিবদ্ধ পরিকল্পনার সামঞ্জস্যের জন্য উভয় বিধানের ব্যাখ্যা করতে একসাথে পড়তে হবে। এটি সত্য যে ধারা ৩৪ ধারা ৩৩-এর উপ-ধারা (২)-এর অধীনে কোনও বা সমস্ত কাউন্সিলরের নির্বাচন বাতিল করা হলে নতুন নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য একটি আকস্মিকতার কথা বিবেচনা করে।

২৫) ফিরে আসা কোনও প্রার্থীর অযোগ্যতার কারণে যখন কোনও আকস্মিক শূন্যপদ দেখা দেয়, তা ধারা ৩৪ (১)-এর আওতাভুক্ত নয় কি? আমাদের সামনে যে ক্ষেত্রে, ফিরে আসা প্রার্থী বর্ণের শংসাপত্র বাতিল করে অযোগ্য ঘোষণা করা হয়, তখন বর্ণের শংসাপত্র বাতিলের ফলাফল তাদের নির্বাচন বাতিল করার মতোই। যখন আমরা ধারা ৯ এবং ধারা ৩৪ পড়ি,

ফিরে আসা প্রার্থীর বর্ণ শংসাপত্র অবৈধ হওয়ার ঘটনাটিও ধারা ৩৪ (১) দ্বারা আচ্ছাদিত হবে এবং ধারা ৩৪ (১) এর অধীনে প্রদত্ত আকস্মিকতা সেই ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

২৬) ধারা ৩৩ (২) সংবিধিবদ্ধ প্রকল্পকে অন্তর্ভুক্ত করেছে যে, যদি স্মল কাজেস কোর্টের প্রধান বিচারপতি খুঁজে পান যে, যে ব্যক্তির নির্বাচনে আপত্তি করা হয়েছে তিনি কাউন্সিলর হওয়ার জন্য অযোগ্য, অথবা যদি তিনি দেখেন যে নির্বাচনটি বৈধ নির্বাচন নয়, তবে তিনি তা বাতিল করে দেবেন। উভয় ক্ষেত্রেই, তিনি নির্দেশ দেবেন যে, যার পক্ষে পরবর্তী সর্বোচ্চ সংখ্যক বৈধ ভোট নথিভুক্ত করা হয়েছে সেই প্রার্থীকে নির্বাচিত বলে গণ্য করা হবে। সুতরাং, সংবিধিবদ্ধ প্রকল্পটি সেই ব্যক্তিকে স্বীকৃতি দেয়, যিনি নির্বাচিত বলে বিবেচিত হওয়ার জন্য দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ভোট পেয়েছেন, কোন বিধানটি নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য এবং উদ্দেশ্যের জন্য অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এটি একটি সাধারণ জ্ঞানের বিষয় যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত করা একটি জটিল প্রক্রিয়া যার মধ্যে প্রচুর সময়, জনবলের সম্পৃক্ততা এবং ব্যয় জড়িত। ১৮৮৮ সালের আইনের অধীনে পৌর কর্পোরেশনগুলিকে বিপুল সংখ্যক ক্ষমতা ও এখতিয়ারের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে এবং প্রতি পাঁচ বছরে পৌর কর্পোরেশন গঠনের জন্য নির্বাচন গ্রহণ করতে হবে। যে ব্যক্তি দ্বিতীয় সর্বোচ্চ সংখ্যক ভোট পেয়েছেন তার অধিকার নতুন নির্বাচন অনুষ্ঠিত করার জন্য স্বীকৃত হয়েছে। সুতরাং, আইন প্রণয়ন প্রকল্প নিজেই দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ভোট অর্জনকারী ব্যক্তির নির্বাচিত বলে বিবেচিত হওয়ার ঘোষণাকে স্বীকৃতি দেয়। আইনের বিধানগুলি ব্যাখ্যা করার সময় উক্ত উদ্দেশ্য এবং উদ্দেশ্যকে কার্যকর করতে হবে। উপরে যেমন লক্ষ্য করা গেছে, যখন ধারা ৯-এর দ্বিতীয় অংশে ধারা ৩৪-এ প্রদত্ত পদ্ধতিতে নৈমিত্তিক শূন্যপদ পূরণের জন্য বিশেষভাবে বিধান করা হয়েছে, তখন "তাঁর জায়গায় নির্বাচিত বলে বিবেচিত হতে পারে এমন অন্য কোনও প্রার্থী আছে কি না" এই প্রশ্নটি প্রাসঙ্গিক এবং প্রয়োজনীয় হয়ে ওঠে। উক্ত প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য, রাজ্য নির্বাচন কমিশনকে তার মন প্রয়োগ করতে হবে এবং সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ড সম্পর্কিত সমস্ত প্রয়োজনীয় তথ্য খতিয়ে দেখতে হবে।এটি আরও প্রাসঙ্গিক যে, উপরোক্ত প্রশ্নের উত্তর খুঁজে বের করার প্রয়োজনীয়তা প্রাসঙ্গিক যখন একজন ব্যক্তি ইতিমধ্যে একটি নির্বাচনী আবেদন দায়ের করেছেন যে দাবি করেছেন যে একজন প্রার্থী রয়েছেন, যিনি ফিরে আসা প্রার্থীর জায়গায় নির্বাচিত বলে মনে করা যেতে পারে। যখন ধারা ৩৩-এর অধীনে কোনও নির্বাচনী আবেদন দায়ের করা হয় না বা যেখানে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ভোট প্রাপ্ত প্রার্থী ঘোষণা করার জন্য কোনও প্রার্থনা করা হয় না, তখন উপরের প্রশ্নটি অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ে এবং নৈমিত্তিক শূন্যপদ পূরণে কোনও প্রভাব ফেলে না। ধারা ৯-এ অভিব্যক্তিটির ব্যবহার, অর্থাৎ "যত তাড়াতাড়ি এটি সুবিধাজনকভাবে হতে পারে" ইঙ্গিত দেয় যে সংবিধিতে রাজ্য নির্বাচন কমিশনকে একটি নৈমিত্তিক শূন্যপদের জন্য উপ-নির্বাচন করার বিচক্ষণতা দেওয়া হয়েছে।

সংবিধানে নির্বাচন অনুষ্ঠানের বাধ্যবাধকতা নেই, অর্থাৎ, সাময়িক শূন্যপদ দেখা দেওয়ার সাথে সাথেই তা পূরণ করা। একটি লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্যের জন্য কমিশনকে বিচক্ষণতা দেওয়া হয়েছে।

২৭) নৈমিত্তিক শূন্যপদ পূরণের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার একটি কারণ হ 'ল ফিরে আসা প্রার্থীর জায়গায় নির্বাচিত বলে বিবেচিত হতে পারে এমন অন্য কোনও প্রার্থী নেই কিনা। এই সমস্ত দিকগুলি নির্বাচন অনুষ্ঠানের আগে রাজ্য নির্বাচন কমিশনকে খতিয়ে দেখতে হবে এবং বিবেচনা করতে হবে। তবে আমরা এটি স্পষ্ট করে দিচ্ছি যে বিধিবদ্ধ প্রকল্পটি ইঙ্গিত দেয় না যে কেবলমাত্র ওয়ার্ডের ফিরে আসা প্রার্থীর নির্বাচনকে প্রশ্ন করে একটি নির্বাচনী আবেদন দাখিল করা এবং নির্বাচন আবেদনকারীর পক্ষে ঘোষণা চাওয়া কার্যত রাজ্য নির্বাচন কমিশনের নৈমিত্তিক শূন্যপদ পূরণের অধিকারের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করবে। রাজ্য নির্বাচন কমিশন সংবিধিবদ্ধভাবে এটি খুঁজে বের করতে বাধ্য হয়েছে যে, অন্য কোনও প্রার্থী আছে কি না, যাঁকে পুনর্নির্বাচিত প্রার্থীর জায়গায় নির্বাচিত বলে মনে করা যেতে পারে, কেবল তার পরেই নতুন করে নির্বাচন করতে বাধ্য। এটি সমস্ত প্রাসঙ্গিক এবং প্রয়োজনীয় বিষয় বিবেচনা করে, অপ্রাসঙ্গিক বিষয়গুলি বিবেচনা করে যথাযথ প্রয়োগের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়াটি অনুমান করে।

২৮) এখন, আমরা এই আদালতের রায়গুলিতে আসি, যা জনগণের প্রতিনিধিত্ব আইন, ১৯৫১-এর প্রসঙ্গে প্রদত্ত আপিলকারীর পক্ষে বিজ্ঞ কৌঁসুলির দ্বারা নির্ভর করা হয়েছে। জনগণের প্রতিনিধিত্ব আইন, ১৯৫১-এর ধারা ১৫০ রাজ্য বিধানসভাগুলিতে নৈমিত্তিক শূন্যপদ নিয়ে কাজ করে, যা নিম্নরূপঃ-

"১৫০) রাজ্য বিধানসভায় আকস্মিক শূন্যপদঃ-(১) যখন কোনও রাজ্যের বিধানসভায় নির্বাচিত কোনও সদস্যের আসন শূন্য হয়ে যায় বা শূন্য ঘোষণা করা হয় বা বিধানসভায় তাঁর নির্বাচন বাতিল ঘোষণা করা হয়, তখন নির্বাচন কমিশন, উপ-ধারা (২) এর বিধান সাপেক্ষে, সরকারী গেজেটে একটি প্রজ্ঞাপন দ্বারা, প্রজ্ঞাপনে নির্দিষ্ট তারিখের আগে এইভাবে সৃষ্ট শূন্যপদ পূরণের উদ্দেশ্যে কোনও ব্যক্তিকে নির্বাচন করার জন্য সংশ্লিষ্ট বিধানসভা কেন্দ্রের প্রতি আহ্বান জানাবে এবং এই আইন এবং তার অধীনে প্রণীত বিধি ও আদেশের বিধানগুলি, সেই শূন্যপদ পূরণের জন্য কোনও সদস্যের নির্বাচনের ক্ষেত্রে, যতদূর সম্ভব, প্রযোজ্য হবে।

(২) যদি শূন্যপদটি তফসিলি জাতি বা কোনও তফসিলি উপজাতির জন্য এই জাতীয় নির্বাচনী এলাকায় সংরক্ষিত কোনও আসনে শূন্য হয়, তবে উপ-ধারা (১) এর অধীনে জারি করা বিজ্ঞপ্তি

নির্দিষ্ট করবে যে, যে ব্যক্তি সেই আসনটি পূরণ করবেন তিনি তফসিলি জাতি বা ক্ষেত্রমত তফসিলি উপজাতির অন্তর্ভুক্ত হবেন।"

২৯) ডি. সঞ্জীবায়া বনাম অন্ধ্রপ্রদেশের নির্বাচন ট্রাইব্যুনাল এবং অন্যান্যরা (উপরে) ধারা ১৫০-এর ৮৪ ও ৯৮ (গ)-এর পরিপ্রেক্ষিতে বিধানগুলি বিবেচনা করা হয়েছিল। উপরোক্ত মামলায়, আবেদনকারী বিধানসভায় তাঁর আসন থেকে পদত্যাগ করেছিলেন এবং তারপরে অন্ধ্রপ্রদেশ হাইকোর্টে একটি রিট পিটিশন দায়ের করেছিলেন যাতে ভারতের নির্বাচন কমিশনকে আইনের ১৫০ ধারার অধীনে কাজ করার নির্দেশ দেওয়ার জন্য এবং পদত্যাগের কারণে শূন্যপদ পূরণের উদ্দেশ্যে একজন ব্যক্তিকে নির্বাচন করার জন্য নির্বাচনী এলাকাটিকে আহ্বান করার জন্য একটি রিটের জন্য অনুরোধ করা হয়েছিল। ১৯৬২ সালের ১৮০ নং নির্বাচনী আবেদন দায়ের করা হয়েছিল, যা হায়দ্রাবাদের নির্বাচন ট্রাইব্যুনালে বিচারাধীন ছিল। একটি প্রার্থনা ছিল নির্বাচনী আবেদনের বিচারের পরবর্তী কার্যক্রম স্থগিত রাখা। রায়ের ৫ নং অনুচ্ছেদে নিম্নলিখিত পর্যবেক্ষণ করা হয়েছেঃ-

"৫০ অতএব, বর্তমান ক্ষেত্রে, আইনের তৃতীয় অংশের উল্লেখ ছাড়া পৃথকভাবে আইনের ১৫০ ধারার ব্যাখ্যা করা জায়েয নয়, যা ফিরে আসা প্রার্থীর নির্বাচনকে প্রশ্নবিদ্ধ করার জন্য যন্ত্রপাতি নির্ধারণ করে। যখন নির্বাচন কমিশন কোনও নির্বাচনী আবেদন ট্রাইব্যুনালে প্রেরণ করে এবং প্রথমটি বিষয়টি বাজেয়াপ্ত করে, তখন আবেদনটি আইন অনুসারে নিষ্পত্তি করতে হবে। পুনর্নির্বাচিত প্রার্থী নির্বাচনে কোনও দুর্নীতি করেছেন কিনা বা করেননি কিনা তা বিচারের শেষে ট্রাইব্যুনালকে বিচার করতে হবে এবং দ্বিতীয়ত, দ্বিতীয় উত্তরদাতাকে যথাযথভাবে নির্বাচিত ঘোষণা করা উচিত কিনা তা নির্ধারণ করতে হবে। একজন পুনর্নির্বাচিত প্রার্থী তার পদত্যাগের কারণ যাই হোক না কেন, আইনসভায় তার আসন থেকে পদত্যাগ করে তার বিরুদ্ধে দায়ের করা নির্বাচনী আবেদন থেকে মুক্তি পেতে পারে না। বর্তমান ক্ষেত্রে, উত্তরদাতা ২ দ্বারা দায়ের করা নির্বাচনী আবেদনে একটি সমন্বিত ত্রাণের জন্য অনুরোধ করা হয়েছে, অর্থাৎ, আবেদনকারীর নির্বাচন বাতিল ঘোষণা করা উচিত এবং উত্তরদাতা ২-কে যথাযথভাবে নির্বাচিত ঘোষণা করা উচিত। এই বর্ণনার ক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশন আবেদনকারীর পদত্যাগের ফলে শূন্যপদ পূরণের উদ্দেশ্যে কোনও ব্যক্তিকে নির্বাচিত করার জন্য অবিলম্বে বিধানসভা কেন্দ্রকে আহ্বান করতে বাধ্য নয়। নির্বাচন কমিশনের পক্ষে নির্বাচন আবেদনের ফলাফলের জন্য অপেক্ষা করা এবং তারপরে উপনির্বাচন করা উচিত কিনা তা সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য উন্মুক্ত। যদি নির্বাচনের আবেদনটি শেষ পর্যন্ত খারিজ হয়ে যায়,

অথবা যদি নির্বাচনটি বাতিল করা হয় কিন্তু আর কোনও ছাড় দেওয়া না হয়, তবে একটি উপ-নির্বাচন অনুসরণ করা হবে। তবে, যদি নির্বাচনী আবেদন দায়ের করা উত্তরদাতা ২ বা অন্য কোনও প্রার্থীকে নির্বাচিত ঘোষণা করা হয় তবে আইনের ১৫০ ধারার বিধানগুলি মোটেও কার্যকর হতে পারে না কারণ কোনও শূন্যপদ পূরণ করা হবে না। অতএব, বর্তমান ক্ষেত্রে, আমরা মনে করি যে নির্বাচন কমিশন আইনের ১৫০ ধারার অধীনে অবিলম্বে উপ-নির্বাচন করতে বাধ্য নয় তবে উত্তরদাতা ২ দ্বারা দায়ের করা নির্বাচনী আবেদনের ফলাফল জানা না হওয়া পর্যন্ত সেই ধারার অধীনে ব্যবস্থা গ্রহণ স্থগিত করতে পারে।"

৩০) এই আদালত উপরোক্ত মামলায় রায় দিয়েছে যে, নির্বাচন কমিশনের পক্ষে নির্বাচন আবেদনের ফলাফলের জন্য অপেক্ষা করা এবং তারপরে উপনির্বাচন হওয়া উচিত কিনা তা নির্ধারণ করা সম্ভব। এই আদালত রায় দিয়েছে যে ১৫০ ধারার অধীনে নির্বাচন কমিশন উপনির্বাচন করতে বাধ্য নয়।

৩১) আরেকটি রায়, যা আপিলকারীর দ্বারা নির্ভর করা হয়েছে, তা হল ভারতের নির্বাচন কমিশন বনাম তেলেঙ্গানা রাষ্ট্র সমিতি এবং আরেকজন (উপরে উল্লিখিত) মামলার এই আদালতের রায়। উপরোক্ত মামলায়, অন্ধ্রপ্রদেশ রাজ্যের দুটি আসনে উপনির্বাচন না করার কমিশনের সিদ্ধান্তকে বিরোধিতা করে বিবাদী পক্ষ একটি রিট পিটিশন দাখিল করেছিলেন। বিধানসভার বারো জন সদস্য পদত্যাগ করেছিলেন। কমিশন একটি প্রেস নোট জারি করে দশটি শূন্যপদের জন্য উপনির্বাচনের বিষয়ে অবহিত করেছিল কিন্তু দুটি শূন্যপদের জন্য বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়নি কারণ নির্বাচনী আবেদনগুলি বিচারাধীন ছিল যার মধ্যে নির্বাচন আবেদনকারীরা নির্বাচিত হিসাবে ঘোষণা করতে চেয়েছিলেন। রিট দায়ের করা হয়েছিল। নির্বাচন অনুষ্ঠানের নির্দেশ চেয়ে রিট পিটিশনে হাইকোর্ট কমিশনকে নির্দেশ জারি করেছিল। ভারতের নির্বাচন কমিশন এই রায়ে ক্ষুব্ধ হয়ে এই আদালতে এসেছিল। ধারা ১৫১ক-তে নির্ভরতা রাখা হয়েছিল, যা সংশোধনীর মাধ্যমে আইনে যুক্ত করা হয়েছিল। ডি সঞ্জীবয় মামলার রায় উল্লেখ করা হয়েছিল এবং তার উপর নির্ভর করা হয়েছিল। এই আদালত অনুচ্ছেদ ৪৬-এ নিম্নলিখিত নির্দেশ দিয়েছেঃ

"৪৬) অতএব, আমরা দৃঢ়ভাবে মনে করি যে, সংবিধানে ১৫৮-ক ধারার প্রবর্তন ৮৪ ধারার বিধানগুলির ক্ষেত্রে অবস্থান পরিবর্তন করেনি এবং ফলস্বরূপ ১৯৫১ সালের আইনের ৯৮ (গ) এবং ১০১ (খ) ধারার ক্ষেত্রে, যেহেতু ১৯৫১ সালের আইনের ১৫০ ধারার অর্থের মধ্যে একটি আকস্মিক শূন্যপদ থাকতে পারে, তবে যে শূন্যপদে নির্বাচনী আবেদন দাখিল করা হয়েছিল এবং মুলতুবি ছিল সেগুলি ১৯৫১ সালের আইনের ১৫৮-ক ধারার অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পূরণ করার উদ্দেশ্যে উপলব্ধ হতে পারে না।

সংবিধানের ১৯০(৩)(খ) অনুচ্ছেদে কেবল এই ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে যে, যদি কোনও রাজ্যের আইনসভার কোনও সদস্য স্পিকারের কাছে লিখিতভাবে তার পদ থেকে পদত্যাগ করেন এবং এই পদত্যাগপত্র গৃহীত হয়, তাহলে তার আসন শূন্য হয়ে যাবে।আইনের ৮৪ ধারার বিধানগুলি উপেক্ষা করে নির্বাচন কমিশনের উপর উপ-নির্বাচন করার জন্য কোনও বাধ্যবাধকতা প্রবর্তন করে না। এই জাতীয় ক্ষেত্রে, এই জাতীয় নৈমিত্তিক শূন্যপদ পূরণের জন্য উপলব্ধ নয় বলে মনে করতে আমাদের সামান্য দ্বিধা রয়েছে এবং কমিশনকে এই জাতীয় নির্বাচনী এলাকাগুলিতে নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য অপেক্ষা করতে হবে যতক্ষণ না সংসদের জীবদ্দশায় ১৯৫১ সালের আইনের ৮৪ ধারার পরবর্তী অংশ সম্পর্কে কোনও সিদ্ধান্ত দেওয়া হয়। হাইকোর্টের দ্বারা প্রকাশিত দৃষ্টিভঙ্গি যে কোনও মামলা বিচারের তারিখে বিদ্যমান আইন অনুসারে সিদ্ধান্ত নিতে হবে, নীতিগতভাবে স্বাস্থ্যকর হলেও, ১৯৫১ সালের আইনের ৮৪ ধারার বিধানের পরিপ্রেক্ষিতে এই মামলার তথ্যের প্রতি আকৃষ্ট হয় না।

এই আদালতের উপরের রায়গুলি উপ-নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য নির্বাচন কমিশনের একটি বিবেচনার স্বীকৃতি দেয়।

৩২) এটা লক্ষ্য করা প্রাসঙ্গিক যে সাধারণ শূন্যপদ পূরণের ক্ষেত্রে ১৯৫১ সালের জনপ্রাতিনিধ্য আইনের প্রকল্পটি সামান্য ভিন্ন। ১০১ ধারার অধীনে এমন কারণগুলি গণনা করা হয়েছে যার জন্য ফিরে আসা প্রার্থী ব্যতীত অন্য কোনও প্রার্থীকে নির্বাচিত ঘোষণা করা যেতে পারে, যা নিম্নরূপঃ-

"১০১) **যেসব কারণে প্রত্যাবর্তিত প্রার্থী ব্যতীত অন্য কোনও প্রার্থীকে নির্বাচিত ঘোষণা করা যেতে পারে**-যদি কোনও ব্যক্তি যিনি আবেদন করেছেন, তিনি প্রত্যাবর্তিত প্রার্থীর নির্বাচন নিয়ে প্রশ্ন তোলার পাশাপাশি, এমন ঘোষণা দাবি করেছেন যে তিনি নিজে বা অন্য কোনও প্রার্থী যথাযথভাবে নির্বাচিত হয়েছেন এবং হাইকোর্টের মতামত হল-

(ক) প্রকৃতপক্ষে আবেদনকারী বা এই জাতীয় অন্য প্রার্থী বৈধ ভোটের সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েছেন; অথবা

(খ) কিন্তু দুর্নীতি দ্বারা ফিরে আসা প্রার্থী দ্বারা প্রাপ্ত ভোটের জন্য আবেদনকারী বা এই জাতীয় অন্য প্রার্থী বৈধ ভোটের সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করতে পারতেন,

হাইকোর্ট, ফিরে আসা প্রার্থীর নির্বাচনকে অকার্যকর ঘোষণা করার পরে আবেদনকারী বা ক্ষেত্রমত অন্য যে কোনও প্রার্থীকে যথাযথভাবে নির্বাচিত বলে ঘোষণা করবে।"

৩৩) ধারা ১০১ অনুসারে, কিছু সীমিত কারণ রয়েছে যার ভিত্তিতে ফিরে আসা প্রার্থী ব্যতীত অন্য কোনও প্রার্থীকে নির্বাচিত ঘোষণা করা যেতে পারে। ডি সঞ্জীবয় (সুপ্রা) এবং ভারতের নির্বাচন কমিশন (সুপ্রা)-তে এই আদালতের রায়গুলি ১৯৫১ সালের জনপ্রতিনিধিত্ব আইনের অধীনে প্রকল্পের সাথে সম্পর্কিত পড়তে হবে।উপরোক্ত দুটি মামলায় এই আদালতের রায়, যেখানে জনপ্রতিনিধিত্ব আইন এবং পৌর কর্পোরেশনে কাউন্সিলর নির্বাচনের জন্য বিধিবদ্ধ পরিকল্পনা ভিন্ন, আমাদের ১৮৮৮ সালের আইনের বিধিবদ্ধ পরিকল্পনার উপর আমাদের রায় নির্ভর করতে হবে।

৩৪) আপিলকারীর আরেকটি রায় হলো প্রমোদ লক্ষ্মণ গুডধে বনাম ভারতের নির্বাচন কমিশন এবং অন্যান্যরা (সুপ্রা), যা আবারও ১৯৫১ সালের জনপ্রতিনিধিত্ব আইনের উপর নির্ভরশীল এবং এই আদালতের পর্যবেক্ষণগুলি জনপ্রতিনিধিত্ব আইনের বিধিবদ্ধ পরিকল্পনার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে হবে। এই আদালত ভারতের নির্বাচন কমিশন মামলায় এই আদালতের পূর্ববর্তী রায়ের উপরোক্ত রায়ের অনুচ্ছেদ নং ১৬-তে লক্ষ্য করেছে, যেখানে নিম্নলিখিতগুলি উল্লেখ করা হয়েছে:

"১৬) ভারতের নির্বাচন কমিশনের মামলা, (২০১১) ১ এস. সি. সি. ৩৭০-এর আদালত আরও বলেছে যে ধারা ১৫৮-এ প্রবর্তনের ফলে ধারা ৮৪-এর বিধানগুলির ক্ষেত্রে অবস্থান পরিবর্তন হয়নি এবং ফলস্বরূপ, আইনের ধারা ৯৮ (গ) এবং ১০১ (খ) সম্পর্কিত, যদিও আইনের ধারা ১৫০-এর অর্থের মধ্যে একটি নৈমিত্তিক শূন্যপদ ঘটে থাকতে পারে। আদালত দুটি বিভাগের শূন্যপদের মধ্যে পার্থক্য করেছে, যথা, শূন্যপদ যেখানে নির্বাচনের আবেদন দায়ের করা হয়েছিল এবং বিচারাধীন এবং অন্যান্য শূন্যপদ যেখানে এই জাতীয় কোনও মামলা দায়ের করা হয়নি এবং মুলতুবি রয়েছে। আদালতের অভিমত ছিল যে, প্রথম শ্রেণীর মামলাগুলিতে শূন্যপদগুলি কেবলমাত্র কোনও রাজ্যের বিধানসভার সদনের কোনও সদস্য পদত্যাগ করেছেন এবং স্পিকার তা গ্রহণ করেছেন বলে আইনের ১৫৮-ক ধারার অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পূরণ করার উদ্দেশ্যে উপলব্ধ বলে বিবেচিত হতে পারে না। উক্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর জন্য, আইনের ৮৪ ধারার উপর জোর দেওয়া হয়েছিল। দ্বিতীয় শ্রেণীর মামলাগুলিতে, আদালত ঘোষণা করেছিল যে শূন্যপদগুলিকে আইনের ১৫৮-ক ধারার অধীনে পদক্ষেপের নিশ্চয়তা প্রদানকারী স্পষ্ট শূন্যপদ হিসাবে বিবেচনা করতে হবে।"

৩৫) আমরা ইতিমধ্যেই লক্ষ্য করেছি যে ধারা ৯-এর অধীনে নৈমিত্তিক শূন্যপদ পূরণের ক্ষেত্রে ধারা ৩৪-এর প্রয়োগ কেবল তখনই উদ্ভূত হবে যখন একটি নির্বাচনী আবেদন ইতিমধ্যে মুলতুবি রয়েছে এবং এমন কোনও ব্যক্তির পক্ষে ঘোষণা দাবি করে কোনও প্রার্থী দায়ের করেছেন, যিনি দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ভোট পেয়েছেন।

যখন এই ধরনের ঘোষণার জন্য কোনও নির্বাচনী আবেদন বিচারাধীন থাকে না, তখন ধারা ৯-এর অধীনে নৈমিত্তিক শূন্যপদ কোনও বাধা ছাড়াই পূরণ করতে হয়। আমরা আরও স্পষ্ট করে বলি যে যখন ধারা ৯-এর দ্বিতীয় অংশে বলা হয়েছে যে নৈমিত্তিক শূন্যপদটি ধারা ৩৪-এর অধীনে প্রদত্ত পদ্ধতিতে পূরণ করতে হবে, তখন ধারা ৩৪-এ বর্ণিত শর্তগুলি কঠোরভাবে ব্যাখ্যা করতে হবে। সুতরাং, যখন কোনও কাউন্সিলরের নির্বাচন বাতিল করা হয় বা এটি ব্যর্থ হয়, তখনই ধারা ৩৪-এর দিকে নজর দিতে হবে। ধারা ৩৪ ধারা ৯-এ উল্লিখিত নৈমিত্তিক শূন্যপদের সমস্ত বিভাগে আকৃষ্ট নাও হতে পারে তবে বর্তমান ক্ষেত্রে যেখানে ফিরে আসা প্রার্থীদের বর্ণ শংসাপত্রের অবৈধতার কারণে অযোগ্য ঘোষণা করা হয়েছে, অর্থাৎ, আইনের নির্বাচনী অবস্থান বাতিল এবং আসন খালি ঘোষণা করা হয়েছে, ধারা ৩৪-এর প্রয়োগযোগ্যতা অস্বীকার করা যায় না।

৩৬) ১৮৮৮ সালের আইনের অধীনে অস্থায়ী শূন্যপদ পূরণ সম্পর্কিত বিধিবদ্ধ প্রকল্প সম্পর্কে পূর্ববর্তী আলোচনা থেকে আমরা নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিঃ-

(i) শুধুমাত্র আকস্মিক শূন্যপদ পূরণের জন্য নির্বাচন আবেদন বিচারাধীন থাকলে তা পিছিয়ে দেওয়া বা পিছিয়ে দেওয়া যাবে না। ধারা ৯-এর অধীনে একটি নৈমিত্তিক শূন্যপদ পূরণের জন্য অগ্রসর হওয়ার আগে রাজ্য নির্বাচন কমিশনকে ধারা ৩৪-এর অধীনে সংবিধিবদ্ধ প্রেসক্রিপশনে বিজ্ঞাপন দিতে হবে এবং যথাযথ মানসিক প্রয়োগের মাধ্যমে একটি সচেতন সিদ্ধান্ত নিতে হবে এবং তারপরে শূন্যপদ পূরণের জন্য এগিয়ে যেতে হবে। নৈমিত্তিক শূন্যপদের প্রতিটি ক্ষেত্রে, এমন বিভিন্ন পরিস্থিতি থাকতে পারে যেখানে রাজ্য নির্বাচন কমিশন নৈমিত্তিক শূন্যপদ পূরণ করার সিদ্ধান্ত নিতে পারে না।

(ii) ফিরে আসা প্রার্থীর বর্ণ শংসাপত্রের অবৈধতার কারণে সৃষ্ট একটি নৈমিত্তিক শূন্যপদ ১৮৮৮ সালের আইনের ৩৪ ধারায় প্রদত্ত পদ্ধতিতে পূরণ করতে হবে।

(iii) যখন ইতিমধ্যে ফিরে আসা প্রার্থীর নির্বাচনকে বিরোধিতা করে একটি নির্বাচনী আবেদন দায়ের করা হয়েছে তার বর্ণ শংসাপত্র বাতিল করার আগে থেকে যেখানে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ভোট অর্জনকারী প্রার্থীকে নির্বাচিত হিসাবে ঘোষণা করার জন্য নির্বাচনী আবেদনও করা হয়, তখন রাজ্য নির্বাচন কমিশন বিষয়টির উপরের দিকটি বিবেচনা না করে নতুন করে নির্বাচনের ডাক দিতে পারে না।

৩৭) বর্তমান মামলাগুলিতে, রিট পিটিশনে হাইকোর্টের দ্বারা হলফনামা দাখিল করার পরে, রাজ্য নির্বাচন কমিশনের কোনও হলফনামা রেকর্ডে নেই যা নির্দেশ করে যে রাজ্য নির্বাচন কমিশন আকস্মিক শূন্যপদ পূরণের জন্য উপনির্বাচন অনুষ্ঠানের প্রক্রিয়া শুরু করার আগে ধারা ৩৪-এর বিজ্ঞাপন দিয়েছে কিনা।

আমরা মনে করি যে কমিশনকে এই ক্ষেত্রে নৈমিত্তিক শূন্যপদ পূরণের জন্য উপনির্বাচনের বিষয়ে নতুন সিদ্ধান্ত নিতে বলা যেতে পারে।

৩৮) যদিও কমিশন ০৯.০৫.২০১৯ তারিখে পৌর কর্পোরেশনের শূন্যপদ পূরণের জন্য উপ-নির্বাচনের জন্য ভোটার তালিকা প্রস্তুত করার বিষয়ে বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে, কিন্তু এখনও পর্যন্ত প্রশ্নবিদ্ধ ওয়ার্ডগুলির উপ-নির্বাচনের তারিখ নির্ধারণের কোনও বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়নি, তবুও আমরা মনে করি যে রাজ্য নির্বাচন কমিশন উপরোক্ত পর্যবেক্ষণ এবং সিদ্ধান্তের কথা মাথায় রেখে কোনও বিজ্ঞপ্তি জারি করার আগে ওয়ার্ডগুলির উপনির্বাচনের তারিখ নির্ধারণের জন্য নতুন সিদ্ধান্ত নিতে পারে।

৩৯) ফলস্বরূপ, আপিল অনুমোদিত হয়, হাইকোর্টের বিতর্কিত রায় বাতিল করা হয়েছে, রাজ্য নির্বাচন কমিশন উপরে বর্ণিত পর্যবেক্ষণ এবং সিদ্ধান্তের কথা মাথায় রেখে সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডগুলির উপ-নির্বাচন অনুষ্ঠানের বিষয়ে নতুন সিদ্ধান্ত নিতে পারে।

অঙ্কিত জ্ঞান আপিল অনুমোদিত।

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যভারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাসায় বোঝার জন্য এবং তা অন্যকোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না ৷ সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে , রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামানিক হবে এবং কার্যকারী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে ৷

Arfa Banerjee